জাতীয় বাজেট ২০২৩-২০২৪: সারসংক্ষেপ

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ

বাস্তবায়নে

BAMU
Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by the European Union

50 Years of EU-Bangladesh Partnership

Global Gateway

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৩

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. প্রেক্ষাপট : জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের বাজেট

অর্থনীতির উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব অগ্রগতি বাংলাদেশের অর্থনীতির উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, ধারাবাহিক দারিদ্র বিমোচন ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সক্ষমতায় অগ্রগতির ফলস্বরূপ আজ বাংলাদেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের উৎপাদন সক্ষমতা, ২০০৯ সালে ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট থেকে প্রায় সাড়ে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২৬ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে পৌছেছে।

এই সাফল্য ধরে রাখতে সরকার ইতোমধ্যেই দুটো অভিলক্ষ্য সামনে রেখে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এগুলো হলো, 'বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা' – ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা (যার ১০ শতাংশ উৎপাদন হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে), এবং 'রূপকল্প ২০৪১' – ২০৪১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা (যার ৪০ শতাংশ উৎপাদন হবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি হতে)। ফলে, ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস ভিত্তিক জ্বালানির পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বরাবরের ন্যায়, আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটেও জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, এবারের বাজেট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সংগ্রহে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমুখী ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জ্বালানি মজুতকরণ ও এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়কে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট প্রস্তাবনা

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বাজেটের ৩.৮ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। পরবর্তিতে এই বরাদ্দ সংশোধন করে ২৭ হাজার ১৯০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ৪.১ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৪.৬ শতাংশ (লেখচিত্র ১)। উল্লেখ্য, আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের এই বরাদ্দ চলমান অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় ৩৩.৬ শতাংশ বেশি এবং চলমান অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ২৮.১ শতাংশ বেশি (লেখচিত্র ১)। এছাড়াও এখাতে প্রস্তাবিত বাজেটের ৯৯.৬ শতাংশ ধরা হয়েছে উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য (লেখচিত্র ২)।

লেখচিত্র ১: বাজেটে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ

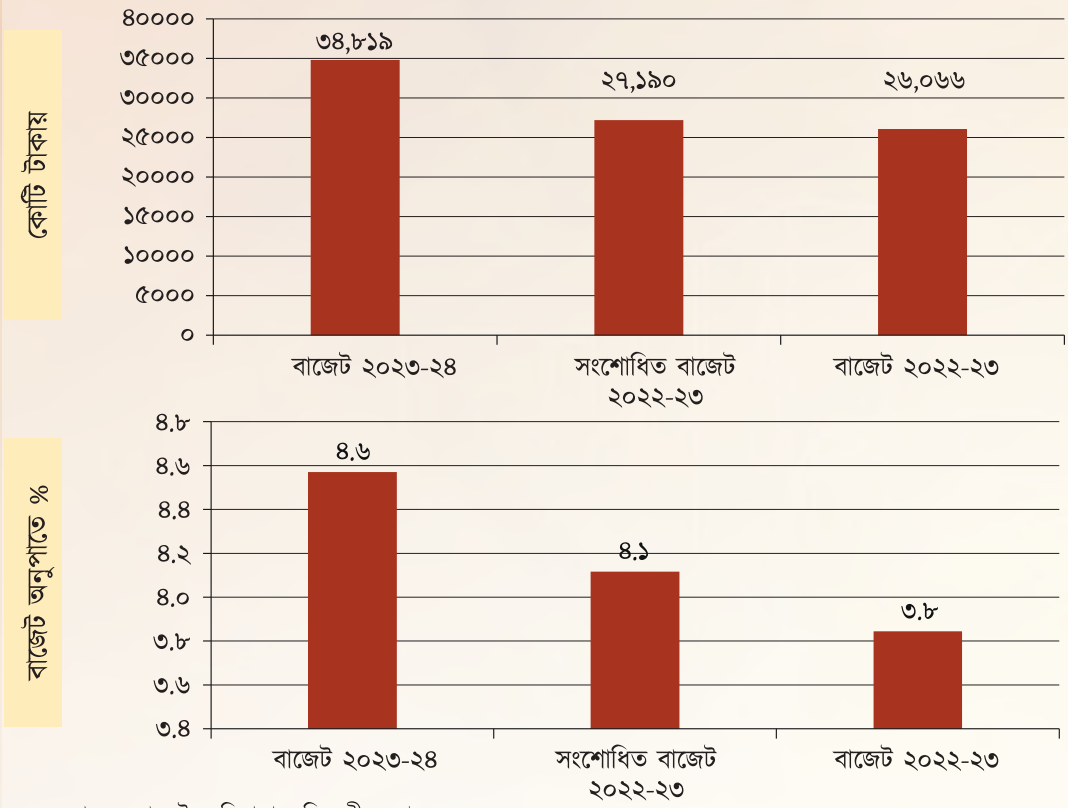

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ১১

লেখচিত্র ২: জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ধরন ভিত্তিক (উন্নয়ন এবং পরিচালন) বরাদ্দ প্রস্তাবনা

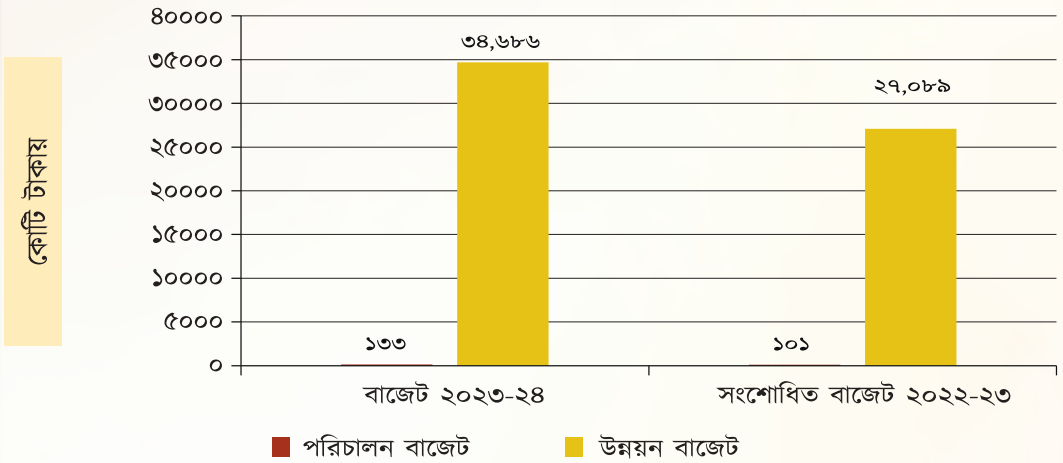

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ১১

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ এবং খনিজ সম্পদ বিভাগে ৩৪ হাজার ৬৮৬ কোটি টাকা বরাদের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের অংশ ৯৭.৪ শতাংশ (লেখচিত্র-৩)। উন্নয়ন ব্যয়ের বেশির ভাগ (৫২ শতাংশ) ব্যয় হবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে (লেখচিত্র-৪)।

লেখচিত্র ৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

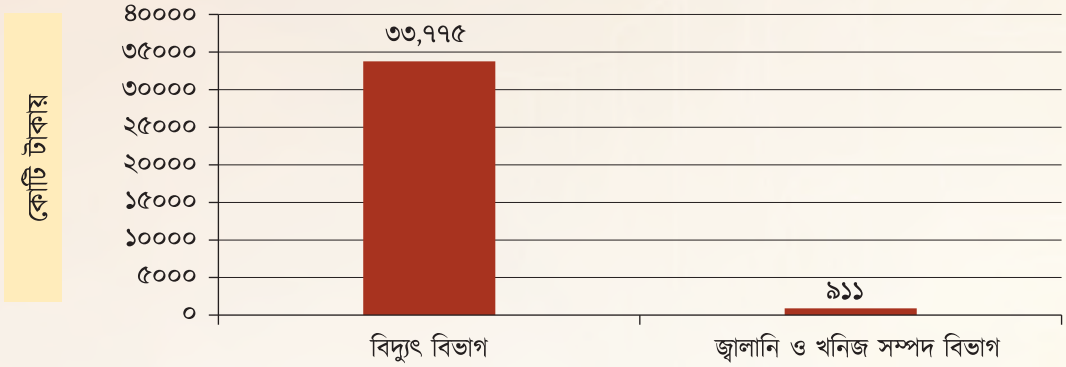

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২৪/বিবরণী-১০, পৃ. ৫৬

লেখচিত্র ৪: জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ বিবতরণ প্রস্তাবনা

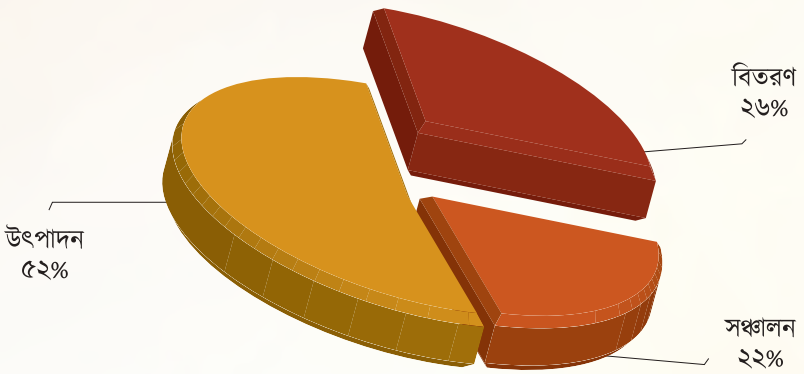

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২৪, পৃ. ১০৩-১২১, ৩৪৯-৩৫২, ৪১১-৪১৯ উপর ভিত্তি করে

৪. উপসংহার

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এ খাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে, সরকার বাজেটে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত কে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আগামীতে এ খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি টেকসই ভিত্তি পাবে এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তব করা সম্ভব হবে।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.